Volume 25 : 2022-2023
Journal of Philosophy and the Life-world
Vidyasagar University Midnapore 721102 WB

অদ্বৈতবেদান্ত মতানুসারে আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব খণ্ডনপূর্বক মোক্ষজনকত্ব স্থাপন

Shampa Roy
Assistant Professor
Department of Philosophy, University of Gour Banga
Malda, West Bengal

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় চিন্তাধারায় 'মোক্ষ লাভের উপায়' বিষয়ক আলোচনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মোক্ষকে পরম পুরুষার্থরূপে স্বীকার করলেও মোক্ষ লাভের উপায়কে কেন্দ্র করে ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ যে প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দার্শনিকগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন তা হল – আত্মজ্ঞান কর্মকে দ্বার করে মোক্ষের সাধক হয় অথবা কর্ম নিরপেক্ষভাবেই মোক্ষের সাধক হয়ে থাকে? এরূপ সংশয়কে কেন্দ্র করে কর্মবাদী মীমাংসক এবং অদ্বৈতবেদান্তিগণের মধ্যে যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় তা বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, তথায় অদ্বৈতবেদান্তিগণ শ্রুতি, লিঙ্গাদি প্রমাণ দ্বারা যেভাবে মীমাংসক স্বীকৃত আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব খণ্ডনপূর্বক ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের স্বতন্ত্র মোক্ষজনকত্ব স্থাপন করেছেন, তা বিচারপূর্বক অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মূলশব্দ: মোক্ষ, আত্মজ্ঞান, কর্মাঙ্গ, উদ্‌গীথ উপাসনা, নিষ্কাম কর্ম

ভারতীয় দর্শনে 'মোক্ষ' বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কারণ, চার্বাক ব্যতীত আস্তিক ও নাস্তিক নির্বিশেষে প্রায় সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই মোক্ষকে পরম পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেছেন। তবে, মোক্ষের স্বরূপ ও মোক্ষ লাভের উপায় বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে অদ্বৈতবেদান্তের আলোকে মোক্ষ লাভের

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

সাধনরূপে আত্মজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য আলোচিত হবে, তথায় আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব খণ্ডিত হবে।

অদ্বৈতমতে অবিদ্যার অস্তময় বা বিনাশকেই মোক্ষ বলা হয়েছে এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি হলেই ব্রহ্মানন্দের প্রকাশ হয় – "অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহৃতঃ"। যদিও অদ্বৈতমতে অবিদ্যার নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দের প্রকাশ – এই দুটি স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, যেহেতু অদ্বৈতবেদান্তী ভাব পদার্থের অতিরিক্ত অভাব পদার্থ স্বীকার করেন না। এইস্থলে চিৎসুখাচার্য মোক্ষের লক্ষণ প্রদান করে বলেছেন – "স চ সবিলাসাজ্ঞাননিবৃত্তিলক্ষণঃ"[১] অর্থাৎ, কার্যসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিই হল মোক্ষ। এই অবিদ্যাই জগতের উপাদান কারণ এবং এই অবিদ্যার নাশ হলেই মুক্তি লাভ হয়। কেননা, এই অবিদ্যা অনাদিকাল থেকে ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত থাকায় অবিদ্যার নিবৃত্তি হলে ব্রহ্মানন্দেরই প্রকাশ হয়। এই কারণেই অদ্বৈতবেদান্তিগণ বলেন, অবিদ্যার নিবৃত্তিই ব্রহ্মানন্দের প্রকাশ। অদ্বৈতবেদান্তী সহ অন্যান্য বেদান্তিগণও স্বীকার করেন যে, মোক্ষে কেবল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না, আনন্দের প্রকাশও হয়ে থাকে। অদ্বৈতবেদান্তী বা বেদান্তিগণের এরূপ মতকেই 'আনন্দমোক্ষবাদ' বলা হয়।

তবে এস্থলে অবশ্য উল্লেখ্য যে, যদিও মোক্ষকে সাধ্য ফলের ন্যায় প্রাপ্ত হবার কথা বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মোক্ষ আত্মারই স্বরূপ। মোক্ষপ্রাপ্তি বা স্বরূপপ্রাপ্তি বস্তুতঃ প্রাপ্তেরই প্রাপ্তি। যেমন বিস্মৃত কণ্ঠগত হার অপ্রাপ্তের ন্যায় পরিদৃষ্টমান হওয়ার অনন্তর তার যে প্রাপ্তি তা বস্তুতঃ প্রাপ্তেরই প্রাপ্তি; সেরূপ মোক্ষ স্বরূপতঃ আত্মস্বরূপ হলেও অবিদ্যা উপহিত হওয়ায় মোক্ষের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না এবং বিদ্যা দ্বারা সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হলে আত্মা বা ব্রহ্মচৈতন্যই অবশিষ্ট থাকেন। সেই কারণেই অবিদ্যা নিবৃত্তিকে আত্মস্বরূপ বলা হয়। তবে, আত্মা নিত্যসিদ্ধ হলেও জ্ঞাতত্বের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই অবিদ্যানিবৃত্তিরস্বরূপ। সুতরাং সেই আত্মস্বরূপ জ্ঞাত না হলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞান উদয় হলে তৎক্ষণাৎ অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়ে মোক্ষ চিরকাল বিদ্যমান থাকে। মোক্ষের এই প্রকার নিত্যত্বই তার পরমত্ব। অদ্বৈতবেদান্ত মতানুযায়ী এই আত্মজ্ঞান বা অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান একমাত্র মোক্ষের সাধন। কারণ পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অনর্থের কারণ যে অপরোক্ষ দেহাত্মবুদ্ধি তার নিবৃত্তি হয় না। এই অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান কীরূপে স্বাধীনভাবে অর্থাৎ, কর্ম নিরপেক্ষভাবে মোক্ষরূপ পরম পুরুষার্থের সাধন হয়ে থাকে, তা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

বস্তুতপক্ষে এস্থলে সংশয় হয় যে, যে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান পরম পুরুষার্থ মোক্ষের সাধক, তা কি কর্মকে দ্বার করে মোক্ষের সাধক হয় অথবা তা কর্ম নিরপেক্ষভাবেই মোক্ষের সাধক হয়ে থাকে – এরূপ সংশয় উত্থাপন করে আচার্য শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলেছেন- "অথ ইদানীম্ ঔপনিষদম্ আত্মজ্ঞানং কিম্ অধিকারিদ্বারেণ কর্ম্মাণি এব অনুপ্রবিশতি, আহোস্বিৎ স্বতন্ত্রম্ এব পুরুষার্থসাধনং ভবতি"।[২] এইরূপ সংশয় হলে পূর্বপক্ষিগণ অবশ্য বলেন যে, আত্মজ্ঞান কর্মাঙ্গ অর্থাৎ যজ্ঞের অঙ্গ হয়েই পুরুষার্থের সাধক হয় যেহেতু জ্ঞান ও কর্মের অঙ্গাঙ্গিভাবে সমুচ্চিত

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

অনুষ্ঠানই মোক্ষের হেতু। এই প্রকার পূর্বপক্ষ নিরসনের উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মসূত্রকার "পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ"[৩] ইত্যাদি সূত্রের অবতারণা করেছেন। আবার আচার্য শঙ্করও এই সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন – "অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাৎ আত্মজ্ঞানাৎ স্বতন্ত্রাৎ পুরুষার্থঃ সিধ্যতি ইতি বাদরায়ণঃ আচার্য্যঃ মন্যতে"।[৪] অর্থাৎ, আচার্য বাদরায়ণ মনে করেন যে, বেদান্তবিহিত স্বতন্ত্র বা কর্ম নিরপেক্ষ আত্মজ্ঞান থেকেই মোক্ষরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোন প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, আত্মজ্ঞান কর্ম নিরপেক্ষভাবে মোক্ষের সাধক? এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শঙ্কর বলেছেন – "শব্দাৎ ইতি আহ। তথাহি – 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ', 'সঃ যঃ হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি', 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম' ..... 'আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইতি উপক্রম্য 'এতাবদ্ অরে খলু অমৃতত্বম্' ইতি এবং জাতীয়কা শ্রুতিঃ কেবলায়াঃ বিদ্যয়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বং শ্রাবয়তি"।[৫] এই সন্দর্ভে আচার্য শঙ্কর শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন করে বলেছেন যে, 'আত্মবিৎ শোককে অতিক্রম করেন'[৬], 'যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান',[৭] 'ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন', ইত্যাদি। অতঃপর তিনি বলেছেন যে, 'হে মৈত্রিয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য'[৯], এইরূপ আরম্ভ করে 'হে মৈত্রিয়ি, এইটুকুমাত্র অমৃতত্বের সাধন'[১০] ইত্যাদি জাতীয় শ্রুতি থেকে কেবল জ্ঞানের অর্থাৎ কর্ম নিরপেক্ষ ব্রহ্মবিদ্যার পুরুষার্থহেতুতা অবগত হওয়া যায়।

কিন্তু এস্থলে পূর্বপক্ষিগণ আপত্তি করতে পারেন যে, কর্তৃরূপে আত্মা যজ্ঞাদি কর্মের অঙ্গ হওয়ায় তদ্বিষয়ক জ্ঞানও সেই কর্মাঙ্গভূত আত্মার দ্বারা যজ্ঞের অঙ্গ হবে। পূর্বপক্ষীর এরূপ অভিমত ব্যক্ত করে আচার্য্য বাদরায়ণ বলেছেন "শেষত্বাৎপুরুষার্থবাদো যথাহন্যেস্বিতি জৈমিনিঃ"।[১১] এই সূত্র থেকে জানা যায় যে, আচার্য জৈমিনি মনে করেন যে, তত্ত্বজ্ঞান কর্মাঙ্গ যেহেতু তা ফলশূন্য হয়ে কর্মাঙ্গে আশ্রিত হয়। যেমন, প্রোক্ষণের দ্বারা ব্রীহীর সংস্কার হয় সেরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারা যজ্ঞকর্তা যজমানের আত্মার সংস্কার হয়, এইরূপে আত্মজ্ঞান আত্মদ্বারে কর্মাঙ্গ হয় অর্থাৎ আত্মা কর্তৃরূপে কর্মাঙ্গ হওয়ায় তদ্বিষয়ক জ্ঞানও ব্রীহীর প্রোক্ষণাদির ন্যায় আত্মজ্ঞানের বিষয় আত্মাকে দ্বার করে কর্মের অঙ্গ হয়। পূর্বপক্ষীর এরূপ অভিমত ব্যক্ত করে ভগবান শঙ্করও বলেছেন – "কর্তৃত্বেন আত্মনঃ কর্মশেষত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানম্ অপি ব্রীহীপ্রোক্ষণাদিবৎ বিষয়দ্বারেণ কর্মসম্বন্ধি এব ইতি"।[১২]

উপরিউক্ত শঙ্করাচার্যের অভিমতকে চিৎসুখাচার্য তাঁর 'প্রত্যকত্ত্বপ্রদীপিকা' গ্রন্থে সুবিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি মোক্ষের জ্ঞানহেতুত্বের বর্ণনা করেছেন। চিৎসুখাচার্য উক্ত পরিচ্ছেদে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন পূর্বক বলেছেন যে, বেদান্তবাক্য জন্য আত্মজ্ঞান থেকেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়ে থাকে এবং তা শ্রুতি প্রাতিপাদিত। কারণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে, 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম'[১৩], মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে – 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'[১৪] ইত্যাদি। কার্যসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিই হল মোক্ষ। সংসার অনির্বচনীয় হওয়ায় অবিদ্যারূপ এবং তার নিবৃত্তি 'অহং কর্তা ভোক্তা' ইত্যাদি অপরোক্ষ ভ্রমরূপ পরোক্ষজ্ঞান থেকে হতে পারে না। কারণ,

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

ব্রহ্মবস্তু অতীন্দ্রিয় এবং সর্বকালে সর্বত্র বর্তমান থাকায় মন তাকে গ্রহণ করতে পারে না। কেননা, অন্য ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষভাবে বর্তমানকালীন কোন পদার্থের গ্রহণ সামর্থ্য তার নেই। অন্য ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষভাবে অতীত ও অনাগত বিষয়ের গ্রহণসামর্থ্য মনের আছে বটে কিন্তু, ব্রহ্মবস্তু অতীত বা অনাগত নন; পরন্তু সদাই বর্তমান। সেইহেতু এই বিষয়ে যোগ্যতা না থাকায় মন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তিতে কারণ নয়। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মবস্তু উপনিষদমাত্রগম্য এবং তা 'ত্বং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি'[১৫] ইত্যাদি শ্রুতি থেকে অবহত হওয়া যায়। সেইহেতু ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত "তত্ত্বমসি"[১৬] ইত্যাদি মহাবাক্যই ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি কারণ। সুতরাং, অদ্বৈতমতে শব্দ থেকে অপরোক্ষজ্ঞান এবং তা থেকে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

কিন্তু, পূর্বপক্ষী কর্মমীমাংসকগণ এস্থলে আপত্তি করেন যে, মোক্ষ আত্মজ্ঞান থেকে কীরূপে উৎপন্ন হবে? কারণ, আত্মজ্ঞান স্বর্গাদি ফলের জনক কর্মের অঙ্গ হওয়ায় স্বতন্ত্র কোন ফলের সাধক হয় না। সেহেতু, কর্মমীমাংসকগণ মনে করেন যে, জ্ঞান থেকে কৈবল্য লাভ হয় না। পূর্বপক্ষীর এরূপ অভিমত ব্যক্ত করতে চিৎসুখাচার্য্য বলেছেন – "ননু কথং জ্ঞানাকৈবল্যং তস্য স্বর্গাদিফলকর্মশেষতয়া স্বতন্ত্রফলসাধনত্বাভাবাৎ"।[১৭]

এস্থলে অবশ্য সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষিগণকে প্রশ্ন করেন যে – আত্মজ্ঞান কীভাবে কর্মাঙ্গ হবে? কারণ, তার বোধক কোন প্রমাণ নেই। আত্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম করবে – এরূপ কোন বিনিয়োক্তৃ শ্রুতি নেই। কিংবা এ বিষয়ে কোন লিঙ্গাদি প্রমাণও নেই। কারণ, ধর্ম বা মোক্ষ প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণজন্য নয়। আবার, এরকম কোন পদসমূহ না থাকায় তা বাক্যজন্য নয়। এছাড়া, কোন প্রকরণও নেই অর্থাৎ, এমন কোন সাকাঙ্ক্ষ বিধি নেই যার সপক্ষে কোন প্রকরণ পাওয়া যাবে। আবার, তাৎপর্যগ্রাহক লিঙ্গ দ্বারাও এটি স্থাপিত হয় না। অতএব, আত্মজ্ঞান দ্বারা যে কর্ম হবে তা সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। অপরপক্ষে, যিনি মোক্ষার্থী তিনিই আত্মজ্ঞানের অধিকারী হবে – এরূপ শ্রুতি থাকায় আত্মজ্ঞান কীভাবে কর্মের অঙ্গ হবে? যেহেতু 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মজ্ঞানের স্বতন্ত্র ফল শ্রুত হয়েছে। অতএব, আত্মজ্ঞান কর্মাঙ্গ নয়।

উক্ত আপত্তির উত্তরে কর্মমীমাংসকগণ বলেন যে, যদিও আত্মজ্ঞান যে কর্মের অঙ্গ সে বিষয়ে কোন শ্রুতি নেই তথাপি এ বিষয়ে অর্থাৎ কর্মের অঙ্গরূপে আত্মজ্ঞানেরও যে বিনিয়োগ বিদ্যমান সে বিষয়ে হেতু রয়েছে। কারণ, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার জ্ঞান না থাকলে পারলৌকিক কর্মে কারও প্রবৃত্তি হবে না। তাৎপর্য্য এই যে, দেহের মৃত্যুকালে বিনাশ হয় বলে দেহের পক্ষে পরলোক বা মৃত্যুর পরবর্তীকালে কোন কর্মের ফল ভোগ করা সম্ভব নয়। এইজন্যই দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব আছে – এরূপ জ্ঞান না থাকলে কেউ পারলৌকিক কর্মে প্রবৃত্তি হবে না। কারণ, এজাতীয় সমস্ত কর্ম হল অদৃষ্টফলক কর্ম। যদি দেহ বিনাশের সঙ্গে জীবের নাশ অবশ্যসম্ভাবী হবে তা হলে দেহ নাশের পূর্বে যে কর্মের ফল লাভ করা যায় না, দেহের বিনাশের পরই যে কর্মের ফল লাভ করে যায় সেই কর্মে কোন ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি হবে না। পূর্বপক্ষীর এরূপ

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

অভিমত ব্যক্ত করতে চিৎসুখাচার্য বলেছেন – "দেহব্যতিরিক্তাত্মতত্ত্ববিজ্ঞানব্যতিরেকেণ পারলৌকিককর্মাণি প্রবৃত্ত্যযোগাৎ"।[১৮] এতদ্ব্যতীত, আত্মজ্ঞানের যে স্বতন্ত্র ফল শ্রুত হয়েছে, সে বিষয়ে পূর্বপক্ষী কর্মমীমাংসকগণ বলে থাকেন যে, আত্মজ্ঞানের যে ফল শ্রুত হয় তা অর্থবাদমাত্র। এরূপ বাক্যের স্বার্থের কোন প্রামাণ্য নেই। যেমন – "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন সঃ পাপং শ্লোকং শৃণোতি"।[১৯] এরূপ বাক্যে বলা হয়েছে যে, যে যজমানের জুহূ নামক পাত্রটি পলাশকাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত সে কদাপি নিজের অপকীর্তি শ্রবণ করে না। এইস্থলে যে জুহূর পর্ণতার কথা বলা হল তা কেবল অর্থবাদমাত্র। কারণ, মীমাংসা ন্যায়ানুসারে, "অঙ্গেষু ফলশ্রুতি অর্থবাদঃ"[২০] – এইরূপ নিয়ম অনুসারে, জুহূরূপ অঙ্গ সম্পর্কে ফলশ্রুতি যেমন অর্থবাদ হয় সেরূপ আত্মজ্ঞানের যে ফল শ্রুত হয়েছে তাও অর্থবাদমাত্র। এ বিষয়ে পূর্বপক্ষিগণ যেসকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে থাকেন তা উল্লেখ পূর্বক আচার্য শঙ্কর বলেছেন – "যথা অন্যেষু দ্রব্যসংস্কারকর্মষু 'যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি ন সঃ পাপং শ্লোকং শৃণোতি', ...ইতি এবংজাতীয়কা ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ তদ্বৎ"।[২১] এই সন্দর্ভে বলা হয়েছে যে, জুহূরূপ দ্রব্য, চক্ষে অঞ্জনপ্রয়োগরূপ সংস্কার এবং প্রযাজদি কর্মের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয় 'যাঁর জুহূ পলাশকাষ্ঠ নির্মিত তিনি অপযশ শ্রবণ করেন না',[২২] 'যিনি চক্ষে যে অঞ্জন প্রয়োগ করেন তার দ্বারা শত্রুর চক্ষকে বিনষ্ট করেন',[২৩] ইত্যাদি এই জাতীয় ফলশ্রুতি যেমন অর্থবাদ সেরূপ আত্মজ্ঞানের যে ফল শ্রুত হয় তাও অর্থবাদ।

অতঃপর কর্মমীমাংসকগণ নিজমতের সপক্ষে কুমারিল ভট্টের দুটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন – "আত্মা জ্ঞাতব্য ইত্যেতন্মোক্ষার্থ ন চ চোদিতম্। কর্মপ্রবৃত্তিহেতুত্বম আত্মজ্ঞানস্য লক্ষ্যতে। বিজ্ঞাতে চাস্য পারার্থ্যে যাহপি নাম ফলশ্রুতিঃ। সার্থবাদো ভবেদেব ন স্বর্গাদেঃ ফলান্তরম্"।[২৪] এইস্থলে কুমারিল ভট্ট বলেছেন যে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" – এইরূপ শ্রুতিতে আত্মাকে যে জ্ঞাতব্য বলা হয়েছে তার তাৎপর্য্য এই নয় যে, আত্মজ্ঞান মোক্ষের হেতু। বস্তুতপক্ষে আত্মজ্ঞান কর্মপ্রবৃত্তিরই হেতু হয়ে থাকে। আত্মজ্ঞান স্বর্গাদি ফলজনক কর্মের অঙ্গ হলে আত্মজ্ঞানের যে মোক্ষরূপ ফলসাধনতা বিদ্যমান তা অবশ্যই অর্থবাদ হবে, যেহেতু স্বর্গাদি থেকে ভিন্ন আত্মজ্ঞানের কোন ফল থাকতে পারে না। কারণ, মীমাংসা ন্যায় অনুসারে, অঙ্গ কর্মের কোন স্বতন্ত্র ফল নেই। প্রধান কর্মের ফলই অঙ্গকর্মের ফল, অঙ্গী কর্মে ফলের দ্বারাই সে নিরাকাঙ্ক্ষ হয়ে থাকে। এস্থলে তাৎপর্য হল এই যে, প্রথমে আত্মজ্ঞানের স্বর্গাদিজনক কর্মা সিদ্ধ করতে হবে, অনন্তর আত্মজ্ঞানের যে ফলশ্রুতি বিদ্যমান সেই ফলশ্রুতির অর্থবাদত্ব সিদ্ধ হবে।

পূর্বপক্ষীর এরূপ বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করে আচার্য শঙ্কর বলেছেন – "কথং পুনঃ অস্য অনারভ্যাধীতস্য আত্মজ্ঞানস্য প্রকরণাদীনাম্ অন্যতমেনাপি হেতুনা বিনা ক্রতু প্রবেশঃ আশস্ক্যতে?"[২৫] এই সন্দর্ভের দ্বারা আচার্য শঙ্কর পূর্বপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, কী প্রকারে

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

তাঁরা আত্মজ্ঞানকে যজ্ঞাঙ্গরূপে স্বীকার করতে পারেন? কারণ, আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্বে কোন প্রকরণাদি প্রমাণ বিদ্যমান না থাকায় প্রমাণাভাবে আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় না এবং আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় তার ফলশ্রুতির অর্থবাদত্বও সিদ্ধ হয় না।

উক্ত প্রকার আপত্তির উত্তরে পূর্বপক্ষিগণ বলেছেন যে, বাক্যপ্রমাণ বলে যেরূপ পর্ণতার জুহূঙ্গতা সিদ্ধ হয় সেরূপ "আত্মাবৈ অরে দ্রষ্টাব্য" ইত্যাদি বাক্যপ্রমাণবলে আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গতা সিদ্ধ হওয়ায় আত্মজ্ঞানের শোকতরণাদিরূপ ফলশ্রুতির অর্থবাদত্বও সিদ্ধ হয়। পূর্বপক্ষীর এরূপ অভিমত ব্যক্ত করে আচার্য শঙ্কর বলেছেন – "কর্তৃদ্বারেণ বাক্যাৎ তদ্বিজ্ঞানস্য ক্রতুসম্বন্ধঃ ইতি চেৎ?"[২৬]

পূর্বপক্ষিগণের এই প্রকার বক্তব্যের বিরুদ্ধে আচার্য শঙ্কর বলেছেন – "ন, বাক্যাৎ বিনিয়োগানুপপত্তেঃ। অব্যভিচারিণা হি কেনচিৎ দ্বারেণ অনারভ্যাধীতানাম্ অপি বাক্য নিমিত্তঃ ক্রতুসম্বন্ধঃ অবকল্পতে। কর্ত্তা তু ব্যভিচারি দ্বারং লৌকিকবৈদিককর্মসাধারণ্যাৎ। তস্মাৎ ন তৎদ্বারেণ আত্মজ্ঞানস্য ক্রতুসম্বন্ধসিদ্ধিঃ ইতি"।[২৭] এই সন্দর্ভে ভগবান শঙ্কর বলেছেন যে, পূর্বপক্ষীর উক্ত প্রকার বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, বাক্যপ্রমাণ বলে যজ্ঞে আত্মজ্ঞানের বিনিয়োগ হয় না। যেহেতু পর্ণতা ও জুহূর নিয়ত সম্বন্ধের ন্যায় আত্মা ও যজ্ঞের নিয়ত সম্বন্ধ কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না। বস্তুতপক্ষে, 'পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি' – এই বাক্যপ্রমাণবলে পর্ণময়ীত্ব জুহূকে দ্বার করে যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে "যেখানে যেখানে জুহূর বিনিয়োগ, সেখানেই যজ্ঞ" – এই প্রকারে জুহূ যজ্ঞের ব্যাপ্য হওয়ায় তাদের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। কিন্তু আত্মা ও যজ্ঞের মধ্যে এই প্রকার কোন নিয়ত সম্বন্ধ নেই। কারণ, 'যেখানে যেখানে আত্মা সেখানেই যজ্ঞ', তা বলা যায় না; যেহেতু 'যেখানে আত্মা সেখানেই গমন ও ভোজনাদি ক্রিয়া' – এই প্রকার ব্যাপ্তিও সম্ভব। অতএব আত্মা ও যজ্ঞের সম্বন্ধ ব্যভিচারী হওয়ায় সেই আত্মরূপ ব্যভিচারী দ্বার অবলম্বনে যজ্ঞে সঙ্গে আত্মার নিয়ত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না এবং সেই কারণে কর্মাঙ্গত্বও সিদ্ধ হয় না, ফলতঃ আত্মজ্ঞানের শোকতরণাদি ফলশ্রুতির অর্থবাদত্বও সিদ্ধ হয় না।

এস্থলে পূর্বপক্ষিগণ অবশ্য বলতে পারেন যে, আত্মা ব্যভিচারী দ্বার হওয়ায় সেই দ্বার অবলম্বনে যজ্ঞের সঙ্গে আত্মার নিয়ত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না – অদ্বৈতিগণের এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ দেহাদি ব্যতিরিক্ত যে আত্মা তদ্বিষয়ক জ্ঞানের দর্শপূর্ণমাসাদি বৈদিক কর্মসকল থেকে ভিন্ন স্থলে উপযোগ হয় না; যেহেতু দেহাতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান লোকিক ভোজনাদি কর্মের ক্ষেত্রে উপযোগি নয়, কারণ দৃষ্ট বিষয়ে যে প্রবৃত্তি হয় তা দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু দেহপাতের পরবর্তীকালে ফলপ্রদ বৈদিক কর্মে যে প্রবৃত্তি হয় তা দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় না। এই কারণে পূর্বপক্ষিগণ বলেন যে, দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান বৈদিক কর্মে উপযোগী হওয়ায় 'যেখানে যেখানে দেহাতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান সেখানেই যজ্ঞ'

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

এই প্রকার ব্যাপ্তিবলে আত্মজ্ঞানের সঙ্গে যজ্ঞের অব্যভিচারী সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। অতএব আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্বও সিদ্ধ হয় এবং সেই কারণে আত্মজ্ঞানের ফলশ্রুতির অর্থবাদত্বও সিদ্ধ হয়।

অতঃপর পূর্বপক্ষিগণ আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন করে বলেছেন-"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি"[২৮] অর্থাৎ বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপসনা সহযোগে যা অনুষ্ঠান করে তাই অধিকতর ফলপ্রদ; "তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে"[২৯] অর্থাৎ বিদ্যা ও কর্ম তাঁকে অর্থাৎ পরলোকগামী জীবকে অনুসরণ করে; এই প্রকারে ফলারম্ভের প্রতি বিদ্যা ও কর্মের সহকারিতে দেখা যায় বলে বিদ্যার কর্ম নিরপেক্ষভাবে ফলদাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না। এতদ্ব্যতীত ছান্দোগ্য শ্রুতি থেকেও জানা যায় যে, "আচার্যকুলাৎ বেদম্ অধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্মতিশেষেণ অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়াম্ অধীয়ানঃ"[৩০] অর্থাৎ গুরু শুশ্রূষাদি কর্ম করে অবশিষ্টকালে যথাবিধানে বেদ অধ্যয়ন করে গুরুগৃহ থেকে সমাবর্ত্তন লাভ করে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান পূর্বক নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করার বিধান রয়েছে। এই কারণবশতঃও ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম নিরপেক্ষভাবে ফলহেতুতা নেই।

আচার্য শঙ্কর পুনরায় পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছেন- "ননু অপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষনাৎ অসংসার্য্যাত্মবিষয়ম্ ঔপনিষদং দর্শনং ন প্রবৃত্ত্যঙ্গং স্যাৎ"।[৩১] অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান যজ্ঞের অঙ্গ হলেও অপহতপাপ্মত্বাদি অর্থাৎ ধর্মাধর্মরাহিত্যাদি বিশেষণবিশিষ্ট যে অসংসারী আত্মবিষয়ক উপনিষদ প্রতিপাদ্য দর্শন অর্থাৎ অকর্ত্তৃব্রহ্মাত্মজ্ঞান তা কখনই প্রবৃত্তি অঙ্গ হবে না। কারণ, নির্গুন ব্রহ্মাত্মজ্ঞান কর্মাঙ্গ নয়, তা যে স্বাধীনভাবেই ফলপ্রদ তা শ্রুতি প্রতিপাদিত।

কিন্তু এস্থলে পূর্বপক্ষিগণ পুনরায় আপত্তি করেন যে, জনকাদিস্থলে যেহেতু দেখা যায় যে জনকাদি ব্রহ্মবিদ্গণের আত্মজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কর্মানুষ্ঠান করতেন সেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার কর্মাঙ্গতা যে বিদ্যমান তা সিদ্ধ হয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে এই স্থলে পূর্বপক্ষিগণ নিজ মতের সমর্থনে শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন করে বলেছেন যে – "জনকঃ হ বৈদেহঃ বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেন ইজে",[৩২] "যক্ষ্যমাণঃ বৈ ভগবন্তঃ অহম্ অস্মি"[৩৩] ইত্যাদি শ্রুতি থেকে জানা যায় যে, 'জনক নামে প্রসিদ্ধ বিদেহরাজ বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন', 'হে মহাশয় আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েছি' ইত্যাদি বিদ্যাবোধক বাক্য থেকে জানা যায় যে ব্রহ্মবিদ ব্যক্তিগণেরও কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে। এই কারণে পূর্বপক্ষিগণ সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করেন যে, "কেবলাৎ চেৎ জ্ঞানাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ, কিমর্থম্ অনেকায়াসসমন্বিতানি কর্মাণি তে কুর্য্যঃ? অক্কে চেৎ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ ইতি ন্যায়াৎ।"[৩৪] অর্থাৎ, যদি কর্ম নিরপেক্ষভাবে জ্ঞান মোক্ষরূপ পুরুষার্থের সাধন হয় তবে বহু আয়াসসাধ্য কর্মে সেই সকল ব্রহ্মবিদগণ কেন প্রবৃত্ত হবেন? কারণ, গৃহকোণে যদি মধু পাওয়া যায় তবে কোন ব্যক্তি পর্বতে গমন করেন না।

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

উক্ত আপত্তির বিরূদ্ধে মহর্ষি বাদরায়ণ বলেছেন-"তুল্যং তু দর্শনম্।"[৩৫] এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারা বস্তুতপক্ষে প্রতিস্থাপিত হয়েছে যে, ব্রহ্মবিদগণ কর্তৃক কর্মের অননুষ্ঠানও পরিলক্ষিত হওয়ায় বলা যায় যে ব্রহ্মবিদ্যা কর্মের অঙ্গ নয়। কারণ এবিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও বলা হয়েছে যে, "এতাবদরে খলু অমৃতত্বম ইতি হ উক্তা যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিজহার"[৩৬] অর্থাৎ, "মৈত্রেয়ি, এইটুকুই অমৃতত্বের সাধন, ইহা বলে যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করলেন" ইত্যাদি শ্রুতি থেকে জানা যায় যে, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মবিদগণ কর্মানুষ্ঠান করে নি। সুতরাং, ব্রহ্মবিদ্ জনকাদির কর্মানুষ্ঠানের ন্যায় অপর ব্রহ্মবিদগণের কর্মসন্ন্যাসও পরিদৃষ্ট হয় বলে জনকাদির যে কর্মানুষ্ঠান তা লোক শিক্ষার জন্য হওয়ায় অপর কোন কোন ব্রহ্মবিদকর্তৃক কর্মের অননুষ্ঠান লিঙ্গ বলে ব্রহ্মবিদ্যা যে কর্মাঙ্গ নয়, তা সিদ্ধ হয়।

এতদ্ব্যতীত পূর্বপক্ষিগণ যে নিজমতের সমর্থনে শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন করে বলেছিলেন, "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতি থেকে আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয়; তদবিরুদ্ধে আচার্য শঙ্কর বলেছেন- "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইতি এষা শ্রুতিঃ সর্ববিদ্যাবিষয়া, প্রকৃতবিদ্যাভিসম্বন্ধত্বাৎ। প্রকৃতা চ উদ্গীথবিদ্যা "ওমিত্যেতদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" ইতি অত্র।"[৩৭] অর্থাৎ উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে 'বিদ্যা' পদের দ্বারা সকল প্রকার বিদ্যা বিষয়ীভূত হয় না, যেহেতু প্রকৃত বিদ্যার অর্থাৎ উদ্গীথবিদ্যার সঙ্গে তা সম্যক্রূপে সম্বন্ধযুক্ত। আর ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হয়েছে "উদ্গীথের অবয়বভূত 'ওঁ' এই অক্ষরটিকে উপাসনা করবে।"[৩৮] অতএব শ্রুতি প্রমাণবলেও ব্রহ্মবিদ্যার কর্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয় না। এছাড়াও পূর্বে পূর্বপক্ষিগণ কর্তৃক প্রদর্শিত "আচার্য্যকুলাৎ বেদম্ অধীত্য" ইত্যাদিস্থলে 'মাত্র' পদটি আত্মাজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক হওয়ায়, যিনি বেদাধ্যয়ন মাত্র করেছেন তার জন্যই কর্মবিধি উপদিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ, সিদ্ধান্তী এস্থলে বেদধ্যয়ন থেকে উৎপন্ন যে কর্মবিষয়ক জ্ঞান যা কর্মে অধিকারের কারণ তাকে নিষেধ করেন নি; বরং উপনিষদ প্রতিপাদিত যে আত্মজ্ঞান যা স্বাধীনভাবে মোক্ষরূপ প্রয়োজন সম্পাদকরূপে প্রতীয়মান হয়, তা যে কর্মে অধিকারের প্রতি কারণ হয় না, তাই বোধিত হয়েছে। এই কারণেই আচার্য শঙ্কর বলেছেন – "ঔপনিষদং আত্মজ্ঞানং স্বাতন্ত্র্যেণৈব প্রয়োজনবৎ প্রতীয়মানং ন কর্মাধিকারণতাং প্রতিপদ্যতে ইতি এতাবৎ প্রতিপাদয়ামঃ।"[৩৯] বস্তুতঃপক্ষে, গুরুগৃহে উপনিষদসহ সমগ্র স্বশাখার অধ্যয়ন ও অর্থগ্রহণকালে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইত্যাদি সাধন সম্পন্ন না হওয়ায় আত্মবিষয়ক একটা আপাত জ্ঞানমাত্র তৎকালে উৎপন্ন হতে পারে; কিন্তু সাধনসম্পন্ন ব্যক্তির উপনিষদ বাক্য বিচার থেকে যে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা তৎকালে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং, গৃহাস্থাশ্রমে কর্মানুষ্ঠাকালে বিচারোত্থিত আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তিই না হওয়ায়, আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গতাও সিদ্ধ হয় না।

আলোচ্যস্থলের ব্যাখ্যায় নয়নপ্রসাদিনীকারও বলেছেন যে, যদি বলা হয় যে, "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি"[৪০] – এই ছান্দোগ্য শ্রুতির দ্বারা বিদ্যার কর্মে

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। তদুত্তরে বলা যায়, শ্রুতির অন্তর্গত 'বিদ্যা' পদের অর্থ আত্মজ্ঞান নয়। শাণ্ডিল্যবিদ্যাদি স্থলে বিদ্যা পদের অর্থ যেমন উপাসনা সেরূপ উক্ত শ্রুতির অন্তর্গত 'বিদ্যা' পদের অর্থ হল 'উদ্‌গীথ উপাসনা', আত্মজ্ঞান নয়। যেমন সমস্ত শ্রুতির ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা বা সামান্য শ্রদ্ধার কথা বলা হয়, সেরূপ সকল ক্ষেত্রে একইভাবে বিদ্যার সমস্ত কর্মে বিনিয়গ হবে না কেন? – এইরূপ প্রশ্ন করলে তদুত্তরে বলা যায় যে, সর্ববিদ্যার সর্ব কর্মে কোন উপযোগিতা নেই। সেই উদ্‌গীথবিদ্যার যেমন উপাসনা অনুষ্ঠানেই অঙ্গতা আছে। সেই বিদ্যা কেবল উপাসনারই অঙ্গ হবে, কারণ তা প্রকরণে পঠিত হয়েছে। যে উপাসনা যে প্রকরণে পঠিত হয় সেই বিদ্যা সেই উপাসনার অঙ্গ হবে। আবার, শ্রদ্ধামাত্রই সমস্ত কর্মে উপযোগী নয়, যেমন – কারীরীযগের প্রতি শ্রদ্ধা জ্যোতিষ্টমাদি যাগের অঙ্গ হয় না। সেজন্য কে কোন অনুষ্ঠানের যোগ্য তা বিচার করে বিনিয়োগ করতে হবে। পরাবিদ্যার কোন অনুষ্ঠান না থাকায় সে কোন কর্মে অনুষ্ঠানের উপযোগী হতে পারে না। এই উদ্দেশ্যেই চিৎসুখাচার্য বলেছেন – "ন চ যদেব বিদ্যায়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবতরং ভবতি ইতি শ্রুতিঃ ... উপাসনাপ্রকরণে পাঠাৎ"।[৪১]

আত্মজ্ঞানের কর্মঙ্গত্বে কোন লিঙ্গ প্রমাণও নেই। অর্থাৎ, এমন কোন শ্রুতি নেই যা লিঙ্গ প্রমাণরূপে বিদ্যমান থেকে আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব প্রমাণ করবে। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ চিৎসুখাচার্য বলেছেন – "নাপি বর্হিদেবসদনংদামি ...ইতিলিঙ্গমস্তি"।[৪২] লিঙ্গের লক্ষণ হল – 'শব্দ সামর্থ্য', সমস্ত শব্দে স্থিত সামর্থ্যই লিঙ্গ। অর্থ প্রকাশ করার শক্তি হল সামর্থ্য, তাই শব্দেতেই রয়েছে শক্তি। সুতরাং বলা যায়, শব্দগত অর্থ প্রকাশন শক্তিই হল সামর্থ্য, আর তা হল লিঙ্গ। যেমন – দশপৌর্ণমাস প্রকরণে বিধি রয়েছে "বর্হিদেব সদনং দামি" – দেবগৃহ রূপ কুশ ছেদন করছি। এই বাক্যে 'বর্হি' শব্দের মুখ্যার্থ হল কুশ ও গৌণার্থ হল উলুখড়াদি তৃণ। শব্দগত সামর্থ্য হল লিঙ্গ এবং এই সামর্থ্য হল রূঢ়ি বা মুখ্যার্থ প্রকাশক শব্দবিশেষ। লিঙ্গ প্রমাণ দ্বারা যৌগিক বা গৌণ অর্থকে নিরকরণ করা হয়। এই যৌগিক অর্থ হল সমাখ্যা। শব্দের সামর্থ্য প্রকাশের শক্তি দ্বারা এখানে 'বর্হি' শব্দ কুশকেই বোঝায়, অন্য কোন কিছুকে নয়। তাহলে এই মন্ত্র কুশছেদনের অঙ্গীবিশেষ এবং কুশছেদন ক্রিয়া হল অঙ্গ।[৪৩] কিন্তু, এরকম কোন শ্রুতি কিংবা কোন শব্দও দেখা যায় না, যার দ্বারা অনুমান করা যাবে যে, আত্মজ্ঞানের কর্মে বিনিয়োগ আছে।

আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্বে শ্রুতির কোন শব্দসামর্থ্য নেই। কেই বলতে পারেন যে, শব্দসামর্থ্যরূপ লিঙ্গ প্রমাণ না থাকলেও অর্থসামর্থ্যরূপ লিঙ্গ আছে। কারণ, উদ্দালক, জনক প্রভৃতি মহাপুরুষস্থলে আত্মজ্ঞানের সঙ্গে কর্মেরও সদ্ভাব দৃষ্ট হয় এবং এই সদ্ভাবটি অর্থসামর্থ্যরূপ লিঙ্গরূপে পরিগণিত হতে পারে। 'কিং প্রজযা করিষ্যামঃ' – এমন কিছু শ্রুতি আছে যেস্থলে বৈপরীত্যই দৃষ্ট হয়। এরূপ অভিমত ব্যক্ত করে চিৎসুখাচার্য বলেছেন – "ন চ উদ্দলকাদীনাং কর্মণা...বৈপরীত্যস্যাপি দর্শনাৎ"।[৪৪] উদ্দালকাদিস্থলে কর্মের সঙ্গে আত্মবিজ্ঞানের যে সদ্ভাব দৃষ্ট হয়, তা যথাযথ নয়। কারণ, আত্মার সঙ্গে যজ্ঞের কোন অব্যভিচারী সম্বন্ধ নেই। যেমন – 'যস্য পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি' –

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

এরূপ বাক্য থাকায় এখানে সমভিব্যাহাররূপ বাক্য প্রমাণ বিদ্যমান। বস্তুত, অঙ্গ ও অঙ্গীর সহউচ্চারণই হল বাক্য প্রমাণ। সাধ্যত্বে দ্বিতীয়া এবং সাধনত্বে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। কিন্তু পর্ণময়ী জুহুতে দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া স্পষ্ট করে বলা নেই। কিন্তু একই বাক্যরূপ আধারে অঙ্গী ও অঙ্গ যদি উভয়ই উচ্চারিত হয় তবে সেই বাক্যাধারই সহউচ্চারণ মুলক বাক্য প্রমাণ হয়ে থাকে। 'যস্য পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি' ইত্যাদি বাক্যে দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া বিভক্তির অভাব থাকলেও এই দুটি পদের সহউচ্চারণ হয়েছে। কারণ, প্রথমবাক্যে পলাশকাঠের জুহু তৈরীর কথা বলা হয়েছে, পরের বাক্যে প্রশংসা করা হয়েছে।[৪৫]

এভাবে যেমন সমভিব্যাহাররূপ বাক্যপ্রমাণ দ্বারা পর্ণতায় জুহুর অঙ্গতা সিদ্ধ হয়, সেরূপ যজ্ঞের সঙ্গে আত্মার অব্যভিচরিতরূপে ক্রতু সম্বন্ধ নেই। কারণ, আত্মাজ্ঞানের যে কর্মাঙ্গত্ব আছে সে বিষয়ে বাক্য প্রমাণ নেই। তাছাড়া, আত্মজ্ঞান লৌকিক ও বৈদিক কর্মস্থলে সাধারণ হয়ে থাকে, তাও বলা যায় না। কারণ, আত্মার সঙ্গে বৈদিক কর্মের কোন অব্যভিচরিত সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ, আত্মজ্ঞান হলেই সেখানে যজ্ঞসম্বন্ধের জ্ঞান হবে, এমন নয়। এই উদ্দেশ্যেই চিৎসুখাচার্য বলেছেন – "ন চ 'যস্য পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি' ইতি ...লৌকিকবৈদিককর্মসাধারণ্যাৎ"।[৪৬]

আবার, আত্মজ্ঞান কর্ম প্রকরণে শ্রুত না হওয়ায় আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্বে কোন প্রকরণ প্রমাণও নেই। বস্তুত, অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য দুটি বাক্যের মধ্যে যদি পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে সেই আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকরণ বলা হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের দর্শপৌর্ণমাস প্রকরণে বলা হয়েছে – "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গংভাবয়েৎ", এখানে একটি প্রধান যাগের কথা বলা হয়েছে যেটি হল দর্শপৌর্ণমাস যাগ। প্রযাজ যাগ প্রকরণে বিধি রয়েছে – "সমিধো যজতি, তনূনপাতং যজতি" ইত্যাদি, কিন্তু এখানে কোন ফলবিশেষের নির্দেশ নেই। তাহলে আকাঙ্ক্ষা হয় যে, এই যাগের দ্বারা কি সাধন করবে? অর্থাৎ, এই সমিধের দ্বারা যজ্ঞ করলে তা কার উপকারক হবে? দর্শপৌর্ণমাস বিধিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছেযে এই যাগ স্বর্গ রূপ ফল উৎপাদন করবে। সুতরাং, দর্শপৌর্ণমাস যাগস্থলে ফলের কথা আছে, কিন্তু কিরূপে দর্শপৌর্ণমাস যাগ করবে তা বলা নেই। প্রকৃতপক্ষে, দর্শপৌর্ণমাস প্রকরণে, প্রযাজদি পাঁচটি যাগের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই যাগের ক্ষেত্রে ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে। আবার, প্রধান যাগের ক্ষেত্রে উপকারকের আকাঙ্ক্ষা থাকে। এভাবে উভয় আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই প্রযাজাদির সঙ্গে দর্শপৌর্ণমাস যাগের অঙ্গাঙ্গীভাব স্থাপন হয়।[৪৭] কিন্তু আত্মজ্ঞানের সঙ্গে কর্মের এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাব স্থাপন হয় না।

আত্মাজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্বে স্থানকেও প্রমাণ বলা যায় না। কারণ, কর্মের সন্নিধিতে আত্মজ্ঞান পঠিত হয় নি। এই কারণে চিৎসুখাচার্য বলেছেন – "নাপি স্থানম্, কর্মসংনিধাবপঠ্যমানত্বাৎ"।[৪৮] স্থানের লক্ষণ হল 'দেশ সামান্যং স্থানম্'। সমান দেশ বা একই দেশে থাকাই হল স্থান। স্থান দু'প্রকার পাঠসাদেশ্য ও অনুষ্ঠানসাদেশ্য। একই দেশে পাঠ হোক বা অনুষ্ঠানের সামনে পাঠ হোক, আর এভাবে একই স্থানে ক্রমানুযায়ী অনুষ্ঠান হোক বা যুগপৎ হোক সমান দেশত্ব থাকলেই সেখানে

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

অঙ্গী ও অঙ্গের সম্বন্ধ নির্ধারণ স্থান প্রমাণের দ্বারা ঠিক করা হয়।[৪৯] কিন্তু আত্মবিদ্যা কর্মের সন্নিধিতে পঠিত হয় না, তাই আত্মবিদ্যা ও কর্মের অঙ্গাঙ্গীভাব সিদ্ধ হয় না।

আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্বে সমাখ্যাও প্রমাণ হতে পারে না। কারণ, সমাখ্যা হল যৌগিক শব্দার্থ। আর মীমাংসা পরিভাষায়, সমাখ্যা হল প্রকৃতি-প্রত্যয় লব্ধ অর্থ। কিন্তু আত্মবিদ্যা ও কর্মের প্রকৃতি-প্রত্যয় লব্ধ অর্থ এক নয়, তাই এদের অঙ্গাঙ্গীভাব সিদ্ধ হয় না। সেই কারণে চিৎসুখাচার্য বলেছেন –"নাপি সমাখ্যা, সংজ্ঞাসাম্যাভাবাৎ"।[৫০]

অতএব, আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গতে শ্রুতি, লিঙ্গাদি প্রমাণ বিদ্যমান না থাকায় আত্মজ্ঞান কর্মের কিভাবে উপকারক হবে, তা নিরূপণ করা যায় না। তাছাড়া দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞানের কর্মে উপযোগ থাকলেও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মে কোন উপযোগিতা থাকে না। আর পূর্বপক্ষীগণ যে বলেছিলেন, আজ্যাবেক্ষণাদির ন্যায় অদৃষ্ট ফলোৎপাদন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানও কর্মের অঙ্গ হয়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য হল, আত্মজ্ঞানে অদৃষ্ট ফলোৎপন্ন হওয়ার অবকাশ থাকে না। কারণ, দৃষ্ট ফল সংসার নিবৃত্তি এবং তার দ্বারাই তা নিরকৃত হয়ে যায়। আর দৃষ্ট ফলকে পরিত্যাগ করে অদৃষ্ট ফল কল্পনা করা যায় না। ফলতঃ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানীর কর্মে কোন প্রবৃত্তি হয় না। আবার যম নিয়মাদির যে দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদান করে হয়েছে তাও সঙ্গত নয়। কারণ, যম-নিয়মাদিতে অপরোক্ষ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানীর প্রবৃত্তি হয় না – "দেহব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানস্যোপয়োগেহপ্যশোনায়াদ্যতীতাত্মবিজ্ঞানস্য ...প্রবৃত্ত্যনঙ্গীকারাৎ"।[৫১] এবিষয়ে প্রমাণ হল – "তস্য কার্য্য ন বিদ্যতে"[৫২] জ্ঞানীর জন্য কোন কর্তব্যশেষ থাকে না। এছাড়াও, জাবাল দর্শনোপনিষদে বলা হয়েছে যে – "জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ। নৈবাস্তি কিঞ্চিংকর্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ"। অর্থাৎ, জ্ঞানরূপ অমৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত আত্মজ্ঞানীর কোন কর্তব্যশেষ থাকে না, যদি কারোর কর্ব্যশেষ থাকে, তবে যে তত্ত্বজ্ঞ নয়।[৫৩]

এছাড়াও, লৌকিক দৃষ্টান্ত থেকেও বলা যায় যে, যে ব্যক্তি শুক্তিকায় নীল পৃষ্ঠত্বাদি বিশেষরূপে দর্শন করেছেন তাঁর রজতভ্রমের নিবৃত্তি উক্ত দর্শনমাত্র উৎপন্ন না হয়ে স্নানাদির অপেক্ষায় যেমন থাকে না, সেরূপ ব্রহ্মজ্ঞানই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের একমাত্র কারণ। আর শ্রুতি, স্মৃতিতে কর্মের মোক্ষ কারণতার নিরাকরণ দেখে তা আরো স্পষ্টীকৃত হয়। যেমন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে – "তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়"[৫৪] ব্রহ্মকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, ব্রহ্মজ্ঞান থেকে অতিরিক্ত মোক্ষের আর কোন পথ নেই। মুন্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে – "নাস্যকৃতঃ কৃতেন"[৫৫] নিত্য মোক্ষরূপ ফল কর্ম থেকে প্রাপ্ত হয় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে – "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম,"[৫৬] – জ্ঞানই মোক্ষের সাধন। স্মৃতিতেও বলা হয়েছে যে – "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং প্রাপ্যতে যেন মুচ্যতে। কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। তস্মাস্কর্ম ন কুর্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ"।[৫৭] অর্থাৎ, জ্ঞান থেকেই কৈবল্য লাভ হয়, যার জন্য জীব মুক্ত হয়। কর্মের জন্য জীব বদ্ধ হয় এবং জ্ঞান জন্য মুক্ত হয়। এজন্য

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

পারদর্শী যতিগণ কর্ম করেন না। ইত্যাদি শ্রুতি থেকে জ্ঞানের মোক্ষ হেতুত্বই স্থাপিত হয়, তথায় আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্বও নিরকৃত হয়।

তবে এস্থলে অবশ্য উল্লেখ্য যে, আত্মজ্ঞান মোক্ষরূপ পুরুষার্থের হেতু হলেও আচার্য শঙ্করের মতে, ফলাভিসন্ধিরহিত নিষ্কামকর্ম থেকে চিত্তের নৈর্ম্মল্য জন্মে এবং শুদ্ধচিত্ত হতে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয়। কাম্যকর্ম অবশ্যই জ্ঞানের বিরোধী, তবে নিষ্কামকর্ম পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের উপকারক। তবে, শঙ্করাচার্য জ্ঞান ও কর্মের সহানুষ্ঠান বা সমুচ্চয় স্বীকার করেন না, বা আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্বও তাঁর অভিপ্রেত নয়। আচার্যের মতে, জ্ঞানীর পক্ষে কর্মের কোন আবশ্যকতা নেই। জ্ঞানীর ভেদবুদ্ধি উপমর্দিত হলে ক্রিয়া, কারক ও ফল প্রভৃতির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিদ্বান মুমুক্ষুর সর্বকর্মসন্ন্যাসের বিধান আছে। অতএব, অদ্বৈতবেদান্ত মতানুসারে নিষ্কামকর্ম জ্ঞানের সহকারী হলেও, জ্ঞান কখনোই কর্মের অঙ্গ হতে পারে না, আত্মজ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে সাক্ষাৎ মোক্ষফলপ্রদ।

তথ্যসূত্র

১. চিৎসুখমুনিকৃত প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা, প্রত্যক্স্বরূপকৃত মানসনয়নপ্রসাদিনী, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), ষড়্দর্শনপ্রকাশন প্রতিষ্ঠান, উদাসীন সংস্কৃত বিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৮৫, পৃ. ৫৩৫

২. মহর্ষি বাদরায়ণকৃত বেদান্তদর্শনম্, স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (সম্পাদক), ৩য় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, বেদান্তদর্শনম্, পৃ. ৫৬৯

৩. ব্রহ্মসূত্র, ৩/৪/১

৪. বেদান্তদর্শনম্, পৃ. ৫৬৯

৫. বেদান্তদর্শনম্, পৃপৃ. ৫৬৯-৫৭০

৬. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭/১৩

৭. মুন্ডক উপনিষদ, ৩/২/৯

৮. তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২/১/১

৯. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৫/৬

১০. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৫/১৫

১১. ব্রহ্মসূত্র, ৩/৪/২

১২. বেদান্তদর্শনম্, পৃ. ৫৭১

১৩. তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২/১/১

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

১৪. মুন্ডক উপনিষদ, ৩/২/১

১৫. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩/৯/২৬

১৬. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬/৮/৭

১৭. প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা, পৃ. ৫৩৫

১৮. প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা, পৃ. ৫৩৫

১৯. তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৩/৫/৭/২

২০. বিদ্যারণ্যমুনিকৃত বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক), কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৩৪

২১. বেদান্তদর্শনম্, পৃ. ৫৭২

২২. তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৩/৫/৭/২

২৩. তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬/১/১/৬

২৪. কুমারিল ভট্টকৃত শ্লোকবার্তিক, পার্থসারথি মিশ্রকৃত ন্যায়রত্নাকর, তৈলঙ্গরাম শাস্ত্রী (সম্পাদক), বারানসী, শ্লোক, ১০৩-১০৪

২৫. বেদান্তদর্শনম্, পৃ. ৫৭২

২৬. বেদান্তদর্শনম্, পৃ. ৫৭২

২৭. বেদান্তদর্শনম্, পৃপৃ. ৫৭২-৫৭৩

২৮. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১/১/১০

২৯. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৪/২

৩০. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৮/১৫/১

৩১. বেদান্তদর্শনম্, পৃপৃ. ৫৭৩-৫৭৪

৩২. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩/১/১

৩৩. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৫/১১/৫

৩৪. বেদান্তদর্শনম্, পৃ. ৫৭৫

৩৫. ব্রহ্মসূত্র, ৩/৪/৯

৩৬. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৫/১৫

৩৭. বেদান্তদর্শনম্, পৃ. ৫৮৪

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

৩৮. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১/১/১

৩৯. বেদান্তদর্শনম্, পৃ. ৫৮৮

৪০. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১/১/১০

৪১. প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা, পৃ. ৫৩৭

৪২. প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা, পৃপৃ. ৫৩৭-৫৩৮

৪৩. অর্থসংগ্রহ, পৃপৃ. ৪৫-৪৬

৪৪. প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা, পৃ. ৫৩৮

৪৫. অর্থসংগ্রহ, পৃপৃ. ৪৮-৪৯

৪৬. প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা, পৃ. ৫৩৮

৪৭. অর্থসংগ্রহ, পৃপৃ. ৫৩-৫৪

৪৮. প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা, পৃ. ৫৩৮

৪৯. অর্থসংগ্রহ, পৃ. ৬৪

৫০. প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা, পৃ. ৫৩৮

৫১. প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা, পৃপৃ. ৫৩৮-৫৩৯

৫২. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৩/১৭

৫৩. প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা, পৃ. ৫৩৯

৫৪. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৩/৮

৫৫. মুন্ডক উপনিষদ, ১/২/১২

৫৬. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৫/১৫

৫৭. প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা, পৃ. ৫৪০

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore